

বৌদ্ধ বিশ্বের জন্য প্রার্থনা নির্দেশিকা

বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর জন্য 7 দিনের প্রার্থনায় আমাদের
সঙ্গে যোগ দিন

25 - 31 জানুয়ারি 2027



বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর জন্য বিশ্ব প্রার্থনা দিবস

আজ অনলাইনে 24 ঘণ্টার ঐক্যবদ্ধ প্রার্থনায় যোগ দিন, অথবা আপনার স্থানীয় এলাকায় ছোট ছোট দলে একত্র হোন। আমরা যখন একমনে একসঙ্গে প্রার্থনা করি, তখন তাতে শক্তি থাকে। আপনার পরিচিত এমন পাঁচজন মানুষের জন্য নাম ধরে প্রার্থনা করতেও আমরা আপনাকে আমন্ত্রণ জানাই, যাদের যীশুকে প্রয়োজন।

ঐক্যবদ্ধ 24 ঘণ্টার
অনলাইন প্রার্থনায়
যোগ দিন

31 জানুয়ারি এখানে ক্লিক করুন

৬টি ধাপ

এই নির্দেশিকা কীভাবে ব্যবহার করবেন

কার্যকর প্রার্থনার জন্য

রাজ্যের দৃষ্টান্ত | বাস্তব মানুষ | স্থায়ী আন্দোলন



বিষয় দিয়ে শুরু করুন।

প্রতিদিনের রাজ্যের দৃষ্টান্ত যেন আপনার পড়া, প্রার্থনা ও সাড়া দেওয়াকে গড়ে তোলে।



শাস্ত্রে স্থির হোন।

দৃষ্টান্তটি মনোযোগ দিয়ে পড়ার সময় পবিত্র আত্মার কাছে চান, তিনি যেন এটি আপনার কাছে ব্যক্তিগত করে তোলেন, যাতে অন্য কিছু করার আগেই এটি আপনার মধ্যস্থতার প্রার্থনার কাঠামো হয়।



কাহিনিটি পড়ুন।

প্রতিটি সাক্ষ্য সম্মুখসারি থেকে আসা এক সংবাদ, যা বৌদ্ধ বিশ্বের কোনো বিশ্বাসী বা আন্দোলনের কাছ থেকে এসেছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন এবং আরও বড় অগ্রগতির জন্য চান।



লক্ষ্য রেখে প্রার্থনা করুন।

তাড়াছড়ো করবেন না। প্রার্থনার বিষয়গুলোকে বাস্তব মানুষ, বাস্তব শহর ও বাস্তব আন্দোলনের জন্য মধ্যস্থতার আমন্ত্রণ হিসেবে ব্যবহার করুন।



প্রশ্নের উত্তর দিন।

থামুন এবং প্রয়োগের প্রশ্নটি মনোযোগ দিয়ে ভাবুন। প্রভুকে জিজ্ঞেস করুন, দৃষ্টান্তের আলোকে তিনি চান আপনি কীভাবে ভালোবাসবেন, কাজ করবেন, বাধ্য হবেন বা দান করবেন।



আরাধনায় শেষ করুন।

শেষে যীশুর প্রশংসা করুন।



বৌদ্ধধর্মের সূচনা কীভাবে

সিদ্ধার্থ গৌতমের কাহিনি
ও বুদ্ধের শিক্ষা

সিদ্ধার্থ গৌতমের কাহিনি

সিদ্ধার্থ গৌতম খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্তমান নেপালের দক্ষিণাঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। বৌদ্ধ ঐতিহ্য অনুসারে, এক সাধু ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে এই তরুণ রাজপুত্র একদিন হয় এক পরাক্রমশালী শাসক, নয়তো আধ্যাত্মিকভাবে জাগ্রত এক গুরু হবেন। ছেলেকে সব কষ্ট থেকে আগলে রাখার সংকল্পে সিদ্ধার্থের বাবা তাঁকে ঐশ্বর্য, ভোগ ও সুযোগ-সুবিধায় ঘিরে রাখেন, যাতে দুঃখের বাস্তবতা ছেলের জগৎ থেকে দূরে থাকে।

কিন্তু ঊনত্রিশ বছর বয়সে সিদ্ধার্থ প্রাসাদের প্রাচীরের বাইরে গিয়ে দেখলেন, তাঁর সুরক্ষিত জীবন তাঁর কাছ থেকে কী লুকিয়ে রেখেছিল: রোগ, বার্ধক্য ও মৃত্যু। যা দেখলেন তাতে গভীরভাবে বিচলিত হয়ে তিনি মানুষের দুঃখের উত্তর খুঁজতে তাঁর পদমর্যাদা, পরিবার ও আরামের জীবন ছেড়ে চলে গেলেন।

পরের ছয় বছর সিদ্ধার্থ এক ভ্রাম্যমাণ সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করেন; কঠোর আত্মনিগ্রহ গ্রহণ করেন এবং ধ্যানে নিজেকে নিবেদন করেন। তবুও এত কঠোর সাধনা সত্ত্বেও, যে দুঃখকে তিনি জয় করতে চেয়েছিলেন, তার কোনো স্থায়ী সমাধান তিনি পেলেন না।

ঐতিহ্য অনুসারে, শেষ পর্যন্ত সিদ্ধার্থ বর্তমান ভারতের গয়ায় কাছে এক বোধিবৃক্ষের নিচে বসেন, এই সংকল্প নিয়ে যে বোধি লাভ না করা পর্যন্ত তিনি উঠবেন না। প্রলোভন ও বিক্ষিপের মধ্যেও অটল থেকে তিনি বিশ্বাস করলেন যে তিনি পরম সত্য আবিষ্কার করেছেন। তখন থেকে তিনি **বুদ্ধ** নামে পরিচিত হন, যার অর্থ “জাগ্রত জন”। জীবনের বাকি সময় তিনি অন্যদের সেই পথ শিক্ষা দেন, যা তাঁর বিশ্বাসে মানুষকে দুঃখের ঊর্ধ্বে নিয়ে যেতে পারে।



বুদ্ধের শিক্ষা: ধর্ম

বুদ্ধের শিক্ষার কেন্দ্রে রয়েছে **চার আর্থসত্য**: দুঃখ জীবনের এক অনিবার্য অংশ; দুঃখের মূলে রয়েছে তৃষ্ণা ও অবিদ্যা; দুঃখের অবসান সম্ভব; এবং তা জয় করার উপায় হলো **মধ্যম পথ**, যা প্রকাশ পেয়েছে **আর্থ অষ্টাঙ্গিক মার্গে**।

এই শিক্ষার মধ্যে রয়েছে এই বিশ্বাস যে আকাঙ্ক্ষা নিজেই শেষ পর্যন্ত দুঃখের উৎস, আকাঙ্ক্ষার বিষয়টি ভালো বা মন্দ যা-ই মনে করা হোক না কেন। তাই বৌদ্ধ সাধনা আকাঙ্ক্ষাকে নিভিয়ে নির্বাণ লাভ করতে চায়, যাকে দুঃখ থেকে এবং জন্ম, মৃত্যু ও পুনর্জন্মের অবিরাম চক্র থেকে মুক্তি বলে বোঝা হয়।

এই চিন্তাধারায় চূড়ান্ত লক্ষ্য কোনো ব্যক্তিগত ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতা নয়, বরং জাগরণ ও আকাঙ্ক্ষার নির্বাপনের মধ্য দিয়ে মুক্তি।



আজকের বাস্তব জীবনে বৌদ্ধধর্ম

বিভিন্ন সংস্কৃতি ও সমাজে বৌদ্ধধর্মের চেহারা ভিন্ন ভিন্ন। পৃথিবীর অনেক জায়গায় এটি কেবল একটি নির্দিষ্ট বিশ্বাসব্যবস্থা নয়, বরং দৈনন্দিন জীবনে বোনা এক সাংস্কৃতিক কাঠামো। স্থানীয় রীতিনীতি, উৎসব, সামাজিক মূল্যবোধ ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য বৌদ্ধ শিক্ষা ও আচারের সঙ্গে মিশে যেতে পারে।

কিছু সমাজে বৌদ্ধ আচারের পাশাপাশি পূর্বপুরুষ পূজাও চলে, যার মধ্যে মৃত আত্মীয়দের সাহায্য বা নির্দেশনা চাওয়ার আচার এবং অন্যান্য আধ্যাত্মিক রীতিও রয়েছে। অনেক অনুসারীর দৈনন্দিন ধর্মজীবন আবর্তিত হয় **পুণ্য অর্জনকে** ঘিরে, এমন সব কাজের মাধ্যমে যা আধ্যাত্মিক কল্যাণ আনে বলে বিশ্বাস করা হয়, যেমন দান করা, ধর্মীয় ব্যক্তিদের সম্মান করা, ভিক্ষুদের সহায়তা করা বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া।

বৌদ্ধধর্মের তিনটি ধারা

বৌদ্ধধর্মের তিনটি প্রধান ধারা রয়েছে। মৌলিক শিক্ষায় মিল থাকলেও, ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির প্রভাবে প্রতিটি ধারা নিজস্ব বিশ্বাস ও আচার গড়ে তুলেছে।

থেরবাদ — “স্থবিরদের শিক্ষা”

গুরুত্ব: ব্যক্তিগত শৃঙ্খলা, ধ্যান, নৈতিক জীবন ও জাগরণ। থেরবাদ ঘনিষ্ঠভাবে পালি **ত্রিপিটক** অনুসরণ করে এবং মায়ানমার, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া ও লাওসে প্রধান।

মহাযান — “মহান যান”

গুরুত্ব: নিজের ও অন্যদের দুঃখ থেকে মুক্তি। মহাযান ঐতিহ্য বুদ্ধ ও অন্যান্য বোধিপ্রাপ্ত সত্তাদের সম্মান করে এবং চীন, জাপান, ভিয়েতনাম ও কোরিয়ায় ব্যাপকভাবে প্রচলিত।

বজ্রযান — “হীরক যান”

গুরুত্ব: আচার, প্রতীক, মন্তোচ্চারণ, ধ্যান ও কল্পদর্শন। তিব্বতি ও শিংগন বৌদ্ধধর্ম বজ্রযানের অন্তর্ভুক্ত, এবং তিব্বত, ভুটান, নেপাল ও মঙ্গোলিয়ায় এটি প্রধান।

কাজ সম্পূর্ণ করা: সব বৌদ্ধের জন্য রাজ্যের দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রার্থনা

বৌদ্ধ বিশ্বের জন্য প্রার্থনা করা কঠিন মনে হতে পারে। মানুষ, বিশ্বাস ও স্থানগুলো অবিশ্বাস্য রকম বৈচিত্র্যময়, আর বৌদ্ধধর্ম নিজেই বহুস্তরবিশিষ্ট ও জটিল, যা শত শত বছরের ইতিহাস, ভূগোল ও রাজনীতির দ্বারা গঠিত। এত কিছু বোঝার আছে যে মনে হতে পারে, বিজ্ঞতার সঙ্গে প্রার্থনা করতে হলে একটা গোটা গ্রন্থাগার লাগবে।

কিন্তু এই প্রার্থনা নির্দেশিকার মূল কথা সহজ: বৌদ্ধ মানুষদের জন্য প্রার্থনা করুন। যীশু মথি 6:7 পদে আমাদের মনে করিয়ে দেন যে প্রার্থনা জটিল বা বাগাড়ম্বরপূর্ণ হওয়ার প্রয়োজন নেই।

অসমাপ্ত কাজ:

আজ 360 কোটিরও বেশি মানুষ বেঁচে আছে, যারা কখনও যীশুর সুসমাচার শোনেনি। বিশ্বব্যাপী খ্রীষ্টের অনুসারীরা যেখানে প্রায় 1.5% হারে বাড়ছে, সেখানে যীশুকে অনুসরণ করে না এমন মানুষ বাড়ছে 1.8% হারে।



50 কোটি মানুষ এখনও অপ্রচারিত

বিশ্বের 50 কোটি বৌদ্ধের অধিকাংশই অপ্রচারিত, এবং তারা অসমাপ্ত কাজের কেন্দ্রে রয়ে গেছে। তাদের বেশিরভাগই কখনও সুসমাচার শোনেনি, এবং নিজের সংস্কৃতির কারও কাছ থেকে সুসমাচার শোনার সুযোগ তাদের খুব কম বা একেবারেই নেই। শত শত বছরের বৌদ্ধ শিক্ষায় গড়ে ওঠা গভীর আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তারা বেঁচে আছে, কিন্তু যীশুর আশা ও পরিত্রাণের বার্তা স্পষ্টভাবে তাদের জানানোর মতো কেউ নেই।

আমরা সারা বিশ্বে একত্র হই কোনো “জনপুঞ্জের” জন্য নয়, বরং সেই প্রতিটি মানুষের জন্য প্রার্থনা করতে, যাদের ঈশ্বর গভীরভাবে ভালোবাসেন। আমরা এই বিশ্বাসে প্রার্থনা করি যে, এক সময়ের বহু বৌদ্ধ একদিন আমাদের সঙ্গে ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে দাঁড়াবে, সমস্ত জাতি, বংশ, দেশ ও ভাষার ভেতর থেকে আসা সেই “এত লোকের ভিড়... যে, তাদের সংখ্যা কেউ গুনতে পারল না”, তার অংশ হয়ে।

রাজ্যের দৃষ্টান্তগুলো

প্রতিদিন আমরা আলাদা একটি অঞ্চল, শহর ও বৌদ্ধ ঐতিহ্যের জন্য প্রার্থনা করব। প্রতিদিন আমরা রাজ্যের একটি করে ভিন্ন দৃষ্টান্তের আলোকেও প্রার্থনা করব।

যীশু দৈনন্দিন জীবনের ছবি ব্যবহার করে দেখিয়েছেন, রাজ্য কেমন বহুগুণ বৃদ্ধির শক্তিতে এগিয়ে যায় এবং রাজ্যের নিজের মূল্য কত অপরিসীম। তিনি বলেছেন বীজ ছড়ানো এক কৃষকের কথা, ময়দায় খামি মেশানো এক স্ত্রীলোকের কথা, নিজের সর্বস্বের সমান মূল্যবান ধন খুঁজে পাওয়া এক বণিকের কথা, আর সব রকম মাছে ভরা, সমুদ্র থেকে টেনে তোলা এক জালের কথা। কোনো একটি ছবি একা রাজ্যের পূর্ণতা ধরতে পারেনি।

হবক্কুক একে দেখেছিলেন জলের মতো। যীশু একে বর্ণনা করেছেন বীজ, খামি, ধন, জাল ও ভোজ হিসেবে। ছবিগুলো বেড়েই চলে, কারণ ঈশ্বরের রাজ্যের বাস্তবতা এত বিশাল যে কোনো একটি ছবিতে তা ধরে না।

প্রতিটি দৃষ্টান্ত রাজ্যের একটি নীতি প্রকাশ করে, যা সেই নির্দিষ্ট স্থানের জন্য আমাদের প্রার্থনাকে পরিচালনা করবে: কীভাবে রাজ্য বিরোধপূর্ণ মাটিতে শিকড় গাড়ে, যে জাতি তাকে আটকে রাখতে পারে না তার মধ্যে অদৃশ্যভাবে ছড়িয়ে পড়ে, মানুষকে এমন এক ধনের জন্য সবকিছু ত্যাগ করতে প্রেরণা দেয় যা তারা কখনও পাওয়ার আশা করেনি, হারানোদের খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত খুঁজতে থাকে, এবং এমন সব প্রত্যন্ত পথে ও উপেক্ষিত জায়গায় তার নিমন্ত্রণ পৌঁছে দেয়, যেখানে কেউ খোঁজার কথা ভাবেও না।

একসঙ্গে এই দৃষ্টান্তগুলো এমন এক রাজ্যের ছবি আঁকে, যা গুপ্ত অথচ অপ্রতিরোধ্য, মূল্যবান অথচ বিনামূল্যে দেওয়া, আপাতদৃষ্টিতে ছোট অথচ সমস্ত পৃথিবী পূর্ণ করার জন্য নির্ধারিত।

এই পৃষ্ঠাগুলোর মধ্য দিয়ে প্রার্থনা করার সময়, সেই বাস্তবতার মুখোমুখি হওয়ার প্রত্যাশা নিয়ে আসুন। যে ঈশ্বর গালিলের এক পাহাড়ের ঢালে এই দৃষ্টান্তগুলো ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, তিনিই আজ বৌদ্ধ বিশ্বজুড়ে তাঁর বাক্য ছড়িয়ে দিচ্ছেন। এই সাত দিন সেই কাজে তাঁর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার এক নিমন্ত্রণ: তিনি ইতিমধ্যে যা করছেন তার প্রতি চোখ খোলা রেখে, এবং তিনি যা সম্পূর্ণ করার প্রতিজ্ঞা করেছেন তাতে বিশ্বাস রেখে প্রার্থনা করা।



ঈশ্বর কাজ করছেন: আন্দোলন কী?

অগ্রগতি দেখতে কেমন? সারা বিশ্বে, বৌদ্ধ বিশ্বের কিছু অংশসহ, “প্রেরিত পুস্তকের” মতো আন্দোলন গড়ে উঠছে। আমরা প্রার্থনা করি, এই আন্দোলনগুলো যেন সমগ্র বৌদ্ধ বিশ্বে বহুগুণ হয়।

এই আন্দোলনগুলোতে সাধারণ বিশ্বাসীরা বাইবেলভিত্তিক, সহজে পুনরাবৃত্তিযোগ্য পদ্ধতিতে সুসমাচার জানান; শিষ্যরা নতুন শিষ্য তৈরি করেন, নেতারা নতুন নেতা গড়ে তোলেন এবং মণ্ডলী থেকে নতুন মণ্ডলী জন্ম নেয়।

বর্তমানে বিশ্বজুড়ে 2,000-এরও বেশি নথিভুক্ত মণ্ডলী স্থাপন আন্দোলন সক্রিয়, যার মধ্যে রয়েছে 20 কোটিরও বেশি শিষ্য এবং 1 কোটি মণ্ডলী। আন্দোলন কোনো আধুনিক কৌশল নয়; এটি আদি মণ্ডলীর ধারা, যখন শিষ্য ও মণ্ডলীর বহুগুণ বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে সুসমাচার দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল।

বৌদ্ধ বিশ্ব এখনও এ ধরনের রাজ্য-আন্দোলনের সবচেয়ে বড় সীমান্তগুলোর একটি। প্রার্থনা কোনো সহায়ক প্রচেষ্টা নয়; এটিই সেই চালিকাশক্তি, যা রাজ্যের বহুগুণ বৃদ্ধিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। আমরা বিশ্বাসে প্রার্থনা করি যে, ঈশ্বর যে বৌদ্ধদের ভালোবাসেন, তাদের মধ্যে তিনি প্রচুর ও ক্রমবর্ধমান ফসল আনবেন।



কেন 110টি শহর?

এই নির্দেশিকা জুড়ে আপনি দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্ব এশিয়ার এমন কিছু বিশেষ শহরের কথা পাবেন, যেখানে বিপুল বৌদ্ধ জনসংখ্যা রয়েছে। আমরা এই শহরগুলোকে তুলে ধরি, কারণ ঈশ্বর শহরকে ভালোবাসেন এবং এগুলো সুসমাচারের জন্য উৎক্ষেপণ-মঞ্চ হয়ে উঠতে পারে।

বিশ্বের অর্ধেকেরও বেশি মানুষ এখন শহরে বাস করে, আর 2050 সালের মধ্যে এই সংখ্যা দুই-তৃতীয়াংশে পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই 110টি শহর বিশ্বের সবচেয়ে অপ্রচারিত মহানগরীগুলোর অন্যতম, এবং এগুলো এমন সব ভাষার প্রতিনিধিত্ব করে, যা বিশ্বের অবশিষ্ট অপ্রচারিত জনগোষ্ঠীর 97% মানুষ বলে।

আমাদের প্রার্থনা প্রতিটি শহরে এক রাজ্য-আন্দোলনের জন্য: পবিত্র আত্মার এক স্বতঃস্ফূর্ত কাজ, যেখানে শিষ্যরা বহুগুণ হয়, মণ্ডলী বৃদ্ধি পায় এবং নগরজীবনের প্রতিটি অংশ খ্রীষ্টের স্পর্শ পায়।

গীতসংহিতা 110:1-3 ঈশ্বরের লোকদের আহ্বান করে, যেন তারা জাতিগুলোকে চেয়ে নিতে তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়। আমরা প্রার্থনা করি এই কারণে নয় যে কাজটি ছোট, বরং এই কারণে যে যীশু প্রতিটি শহর ও প্রতিটি জাতির যোগ্য।

এই শহরগুলোকে যারা নিজেদের ঘর বলে, তাদের জন্য প্রার্থনায় সারা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

দিন 1: 25 জানুয়ারি

1/2

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া:

থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, মায়ানমার
লক্ষ্য শহর: নম পেন, কম্বোডিয়া

“আর যে ভালো জমির বীজ, এ সেই, যে সেই বাক্য
শোনে তা বোঝে, সে বাস্তবিক ফলবান হয় এবং
কিছু একশ গুন, কিছু ষাট গুন, ও কিছু ত্রিশ গুন
ফল দেয়।”

মথি 13:23 (IRV)

সাক্ষ্য: রাজ্যের চতুর্থ মাটি আনে বহুগুণ ফল

ছয়জন লাও ও 12 জন ইসান শিষ্যের একটি প্রচারদল
নিজেদের বিশ্বাসের কথা জানাতে মণ্ডলীহীন গ্রামগুলোতে
গেল। আধ্যাত্মিক বিষয়ে কথা বলার সময় তারা বারবার
এক পরিচিত ওঝা-নারী সম্পর্কে একই মন্তব্য শুনল:
“নাংতা? সবাই তাকে চেনে, কিন্তু সে তো গত বছর মারা
গেছে।”

কিন্তু নাংতা মারা যাননি।

তিনি একসময় সুপরিচিত আত্মা-মাধ্যম ছিলেন; গ্রামবাসীরা
আরোগ্য, মুক্তি ও আশীর্বাদের জন্য তাঁর কাছে আসত।
কিন্তু যে আত্মাদের তিনি সেবা করতেন, তারা তাঁর স্বাস্থ্যের
ভীষণ ক্ষতি করল; তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং
নিশ্চিত হলেন যে তাঁর মৃত্যু আসন্ন।

তারপর কাছের এক গৃহমণ্ডলীর বিশ্বাসীরা তাঁর গ্রামে
এলেন। তাঁরা তাঁর বাড়িতে বসেই তাঁকে সুসমাচার
জানালেন। তিনি যীশুকে গ্রহণ করলেন, আত্মার জগৎ
ত্যাগ করলেন এবং অলৌকিকভাবে সুস্থ হলেন। যীশুর
শিষ্য হওয়ার পর নাংতা আত্মা-পূজার আচার পালন বন্ধ

করে দিলেন। তাই অন্য গ্রামের লোকেরা ধরে নিল যে তিনি
মারা গেছেন। কয়েক মাস পরে প্রচারদল যখন এল, নাংতা
তাদের আতিথ্য দিতে নিজের বাড়ির দরজা খুলে দিলেন।

দলটি যখন তাঁকে বলল যে অন্য গ্রামের লোকেরা বলছে
তিনি মারা গেছেন, নাংতা হেসে ফেললেন।

“ওরা ঠিকই বলছে, আমি সত্যিই মরেছি! আমি নিজের
কাছে মরেছি, আর এখন আমি যীশুর জন্য বেঁচে আছি।”

নাংতার সাক্ষ্য বহু গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল, এবং এই প্রচারের
মাধ্যমে 172 জন যীশুর কথা শুনল ও 33 জন তাঁকে
অনুসরণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করল।

টংডি নামে এক ব্যক্তি এতটাই অভিভূত হলেন যে তিনি তাঁর
বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক তাবিজগুলো নষ্ট করতে বিশ্বাসীদের সাহায্য
চাইলেন। অনেকে ভেবেছিল নাংতা মারা গেছেন। কিন্তু খ্রীষ্টে
তিনি আগের চেয়ে অনেক বেশি জীবন্ত।

প্রার্থনার লক্ষ্য

প্রভু, নাংতার কাহিনি যেন সারা থাইল্যান্ডে
বারবার ঘটে—শুধু একজন নারীর রূপান্তর
নয়, বরং গোটা পরিবার, গ্রাম ও সমাজ যেন
খ্রীষ্টে জীবন্ত হয়ে ওঠে।

শ্রীলঙ্কার জন্য প্রার্থনা করুন

শ্রীলঙ্কা: 68% বৌদ্ধ, জনসংখ্যা 1.5 কোটি।
এখানে খ্রীষ্টানরা উল্লেখযোগ্য নির্যাতনের
শিকার। সিংহলি বৌদ্ধদের কাছে পৌঁছাচ্ছে
এমন ছোট কিন্তু ক্রমবর্ধমান গৃহমণ্ডলী
নেটওয়ার্কগুলোর জন্য প্রার্থনা করুন।

থাইল্যান্ড সম্পর্কে আরও

থাইল্যান্ডের বৃহত্তম জাতিগোষ্ঠী থাই জনগণ
ঐতিহাসিকভাবে শ্যামদেশীয় নামে পরিচিত
ছিল। আজ তাদের সাধারণত চারটি
আঞ্চলিক গোষ্ঠীতে ভাগ করা হয়: মধ্য থাই,
উত্তর-পূর্ব থাই (ইসান), উত্তর থাই ও দক্ষিণ
থাই। প্রতিটি অঞ্চলের নিজস্ব উপভাষা ও
সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য আছে, আর বৌদ্ধধর্ম এক
অভিন্ন সূত্র হিসেবে একটি যৌথ থাই পরিচয়
গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

আসুন প্রার্থনা করি

আধ্যাত্মিক বন্ধন থেকে মুক্তি:

প্রার্থনা করুন, আত্মা-পূজা, বৌদ্ধধর্ম ও আত্মার জগতের ভয়ে আটকে থাকা মানুষ যেন যীশুর দেওয়া স্বাধীনতা ও কর্তৃত্বের সাক্ষাৎ পায়। যে আচারগুলো তাদের বন্দি করে রেখেছে, সেগুলো ত্যাগ করার সাহসের জন্য প্রার্থনা করুন।

(যোহন ৪:৩৬)

নাংতার মতো রূপান্তরিত জীবন:

প্রার্থনা করুন, যারা আত্মার জগতের মাধ্যমে আরোগ্য, সুরক্ষা বা উত্তর খুঁজছে, ঈশ্বর যেন তাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন। তাঁর কাছে চান, তিনি যেন বিশ্বাসীদের ব্যবহার করে ঘরে ঘরে ও সমাজে সুসমাচার পৌঁছে দেন এবং মানুষকে অন্ধকার থেকে খ্রীষ্টে জীবনের দিকে নিয়ে আসেন। (কলসীয় ১:১৩)

সাহসী, আত্মা-চালিত বিশ্বাসী:

লাও, ইসান, থাই ও অন্যান্য স্থানীয় বিশ্বাসীদের জন্য প্রার্থনা করুন, যেন তারা সাহসের সঙ্গে মণ্ডলীহীন গ্রামগুলোতে প্রবেশ করে, সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং যারা কখনও শোনেনি তাদের কাছে যীশুর কথা বলে। প্রার্থনা করুন, ঈশ্বর যেন তাদের সুসমাচারের প্রতি উন্মুক্ত শান্তির লোকদের কাছে নিয়ে যান।

(মথি ৯:৩৭-৩৮)

নতুন গৃহমণ্ডলী যেন বহুগুণ হয়:

প্রার্থনা করুন, নতুন বিশ্বাসীরা যেন ঘরে ঘরে একত্র হয়, ঠিক যেমন নাংতার বাড়ি আরাধনা ও শিষ্যত্বের স্থান হয়ে উঠেছে। ঈশ্বরের কাছে চান, তিনি যেন পরিপক্ব স্থানীয় নেতা গড়ে তোলেন এবং সারা থাইল্যান্ডে নতুন মণ্ডলীর জন্ম দেয় এমন সুস্থ মণ্ডলী বহুগুণ করেন। (২ তীমথিয় ২:২)

সুসমাচারের অগ্রগতি:

প্রার্থনা করুন, যীশুর উদ্ধার, আরোগ্য ও রূপান্তরের শক্তির সাক্ষ্য যেন সারা থাইল্যান্ডে গ্রাম থেকে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে তাদের জন্য প্রার্থনা করুন, যারা টংডির মতো সুসমাচার শোনামাত্র সাড়া দিতে প্রস্তুত। (প্রেরিত ১৩:৪৯)

প্রয়োগ

ঈশ্বরের রাজ্য বিরোধপূর্ণ জায়গায় এগিয়ে যায়—বিরোধিতা এড়িয়ে নয়, বরং তার মধ্য দিয়েই সামনে এগিয়ে। ঈশ্বর আপনাকে কোথায় পিছিয়ে না গিয়ে সামনে এগোতে ডাকছেন?

থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া,
মায়ানমার

২/২



দিন 2: 26 জানুয়ারি

ভিয়েতনাম, লাওস:

লক্ষ্য শহর: হ্যানয়, ভিয়েতনাম

1/2

“তিনি আর এক গল্প তাদের কাছে উপস্থিত করে বললেন, স্বর্গরাজ্য এমন একটি সরিষা দানার সমান, যা কোন ব্যক্তি নিয়ে নিজের ক্ষেতে বপন করল। সব বীজের মধ্যে ঐ বীজ অতি ক্ষুদ্র; কিন্তু বেড়ে উঠলে, পর তা শাক সবজির থেকে বড় হয়ে ওঠে...”

মথি 13:31-32 (IRV)

সাক্ষ্য: রাজ্যের বৃদ্ধি—ছোট বীজ থেকে বিশাল গাছ

2017 সালে লাওসের জাতীয় মণ্ডলী শিষ্য তৈরি ও মণ্ডলী স্থাপনের জন্য বহুগুণ বৃদ্ধির পদ্ধতি গ্রহণ করে। 75 লক্ষ মানুষের মধ্যে 200-এরও বেশি জাতি-ভাষাগোষ্ঠী থাকায়, প্রতিটি সমাজে পৌঁছানো এক অসম্ভব কাজ বলে মনে হয়েছিল।

কিন্তু সরিষা দানার মতো, যা ছোট থেকে শুরু হয়েছিল, তা বেড়ে উঠেছে।

গত কয়েক বছরে প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীর কাছে পরিকল্পিতভাবে শিষ্য-নির্মাতাদের পাঠানো হয়েছে। কাউকে কাউকে বহিষ্কার করা হয়েছে বা পুলিশ আটক করেছে। তবুও বহু জায়গায় সুসমাচার শিকড় গেড়েছে, নতুন শিষ্য উঠে এসেছে এবং মণ্ডলী স্থাপিত হয়েছে। লাওসের নেতারা

যখন প্রতিটি জাতির জন্য ঈশ্বরের হৃদয় আবিষ্কার করলেন, তখন তাঁরা আরও বড় ঝুঁকি নিতে শুরু করলেন এবং খ্রীষ্টের বার্তা নিয়ে প্রত্যন্ত গ্রামে যাত্রা করলেন।

এখন রাজ্য নতুন নতুন প্রজন্মে বহুগুণ হচ্ছে। কয়েকটি প্রদেশে মণ্ডলী চতুর্থ প্রজন্ম ছাড়িয়ে বহুগুণ হয়েছে। আর আন্দোলনটি সীমানা পেরিয়ে যাচ্ছে, কারণ লাওসের নেতারা প্রতিবেশী এক দেশের শিষ্যদের সঙ্গে মিলে এমন সব সমাজে সুসমাচার নিয়ে যাচ্ছেন, যেখানে আগে কখনও সুসমাচার শোনা যায়নি।

প্রার্থনার লক্ষ্য

প্রভু, লাওসের মানুষদের উন্মুক্ত হৃদয় দাও, পথ প্রস্তুত কর, এবং এমন শিষ্যদের বহুগুণ কর, যারা তোমার রাজ্যকে এখনও অপ্রচারিত স্থানগুলোতে নিয়ে যাবে। আমরা এমন শিষ্য চাই, যারা শিষ্য তৈরি করে।

তাইওয়ানের জন্য প্রার্থনা করুন

পিউ রিসার্চ সেন্টারের তথ্য অনুযায়ী, তাইওয়ানের জনসংখ্যার 28% নিদিষ্টভাবে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করে। অনেকে বৌদ্ধধর্ম, তাওধর্ম ও প্রথাগত চীনা লোকধর্মের এক মিশ্রণ পালন করে। প্রার্থনা করুন, তাইওয়ানের বিশ্বাসীরা যেন তাদের বৌদ্ধ পরিবার-পরিজন ও প্রতিবেশীদের কাছে পৌঁছায়।

হ্যানয়, ভিয়েতনাম সম্পর্কে আরও

ভিয়েতনামের রাজধানী হ্যানয় কমিউনিস্ট সরকারের কেন্দ্র, যে সরকার সারা দেশে ধর্মীয় কার্যকলাপের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করে। পিউ রিসার্চ সেন্টারের তথ্য অনুযায়ী, 2024 সালে ভিয়েতনামের প্রাপ্তবয়স্কদের 38% (প্রায় 3.7-3.8 কোটি মানুষ) নিজেদের বৌদ্ধ বলে পরিচয় দিয়েছে। তবুও এই বিধিনিষেধের আড়ালে গোপন গৃহমণ্ডলী নেটওয়ার্ক বাড়ছে, আর পার্বত্য অঞ্চলের জাতিগত সংখ্যালঘুদের আন্দোলনগুলো গত কয়েক দশকে উল্লেখযোগ্য বহুগুণ বৃদ্ধি দেখেছে। হ্যানয় সম্পর্কে আরও জানুন এখানে।

আসুন প্রার্থনা করি

রাজ্য যেন খামির মতো লাওসে ছড়িয়ে পড়ে:

ঈশ্বরের কাছে চান, তিনি যেন উদীয়মান মণ্ডলীগুলোকে শক্তিশালী করেন, বহুগুণ বৃদ্ধিকারী নেতা গড়ে তোলেন, এবং যারা প্রত্যন্ত ও অপ্রচারিত সমাজে সুসমাচার নিয়ে যাচ্ছে তাদের সাহস দেন। (মথি 13:33)

সরিষা দানার মতো সূচনা যেন আন্দোলনে পরিণত হয়:

পবিত্র আত্মার কাছে চান, তিনি যেন অবশিষ্ট প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে দরজা খুলে দেন এবং বিরোধিতা, আটক বা বহিষ্কারের মুখোমুখি কর্মীদের রক্ষা করেন। (মথি 13:31-32)

বহুগুণ বৃদ্ধি যেন প্রজন্ম ও সীমানা অতিক্রম করে:

প্রার্থনা করুন, শিষ্যরা যেন শিষ্য তৈরি করে, মণ্ডলী যেন মণ্ডলী স্থাপন করে, এবং লাওস ও প্রতিবেশী দেশগুলোর প্রতিটি জাতিগোষ্ঠী যীশুর সাক্ষাৎ পাওয়ার সুযোগ না পাওয়া পর্যন্ত সুসমাচার যেন এগিয়ে চলে। (2 থিমলনীকীয় 3:1-2)

রাজ্যের ফসল:

ভিয়েতনামের মধ্য পার্বত্য অঞ্চলের জাতিগত সংখ্যালঘু বিশ্বাসীদের মাধ্যমে বিরাট ফসলের জন্য প্রার্থনা করুন, যারা নিজেদের সমাজে শিষ্যদের বহুগুণ করছে (2 তীমথিয় 2:2)।

প্রয়োগ

রাজ্য এমনভাবে বৃদ্ধি পায়, যা আমরা সবসময় দেখতে বা মাপতে পারি না। ফসল কখনও দেখতে না পেলেও কি আপনি বীজ ছড়িয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করবেন?



দিন 3: 27 জানুয়ারি

চীন:
লক্ষ্য শহর: চেংডু

1/2

“তিনি তাদের আর এক গল্প বললেন, স্বর্গরাজ্য এমন খামির সমান, যা কোন স্ত্রীলোক নিয়ে অনেক ময়দার মধ্যে ঢেকে রাখল, শেষে পুরোটাই খামিতে পূর্ণ হয়ে উঠল।”

মথি 13:33 (IRV)

সাক্ষ্য: রাজ্যের খামি গোটা জনগোষ্ঠীতে ছড়িয়ে পড়ে

হিমালয়ের উঁচুতে, চীন ও নেপালের সীমান্তের কাছে, মণ্ডলী স্থাপনকারী সোনম পায়ে হেঁটে এমন সব গ্রামে যান, যেখানে কখনও যীশুর নাম শোনা যায়নি।

আর রাজ্য সেখানে শিকড় গাড়াচ্ছে।

মাত্র এক বছরে, দীর্ঘকাল সুসমাচারের জন্য বন্ধ বলে বিবেচিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে শত শত নতুন মণ্ডলীর জন্ম হয়েছে।

কখনও কখনও শুরুটা হয় একজন মানুষকে দিয়ে।

এক প্রত্যন্ত পাহাড়ি গ্রামে এক তরুণী বহু বছর ধরে অসুস্থ ছিলেন। সোনম তাঁর জন্য প্রার্থনা করলেন, আর তিনি অলৌকিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ হলেন।

অল্প দিন পরেই তিনি যীশুর আদর্শ অনুসরণ করে বাপ্তিস্মের জলের কবরে প্রবেশ করলেন।

তারপর সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটল। তাঁর বাবা সবকিছু লক্ষ্য করছিলেন। তিনি দেখেছিলেন তাঁর মেয়ে সুস্থ হয়েছে। তিনি দেখেছিলেন মেয়ের বিশ্বাস শিকড় গাড়াচ্ছে। আর যা তিনি প্রত্যক্ষ করলেন, তা তাঁর নিজের হৃদয়েও কিছু একটা জাগিয়ে তুলল।

তিনিও মেয়ের পিছু পিছু নদীতে নেমে বাপ্তিস্ম নিলেন।

ঈশ্বর এই পরিবারকে উদ্ধার করার কাজ শুরু করেছেন।

কিন্তু কাহিনি এখনও শেষ হয়নি। পরিবারের অন্য সদস্যরা এখনও সেই পদক্ষেপ নেননি।

এই পরিবারের বাকিদের জন্য প্রার্থনা করুন, যেন তারাও যীশুর সাক্ষাৎ পায় এবং তাঁর রাজ্যে প্রবেশ করে। আর এই প্রত্যন্ত সীমান্ত অঞ্চলগুলোর হাজার হাজার মানুষের জন্য প্রার্থনা করুন, যারা এখনও শোনার অপেক্ষায় আছে যে রাজ্য কাছে এসেছে।

প্রার্থনার লক্ষ্য

রাজ্যের বিস্তার: প্রার্থনা করুন, বিশ্বের বৃহত্তম বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর মধ্যেও যেন রাজ্য বিস্তার লাভ করে, এবং চীনে ঈশ্বরের রাজ্যের বৃদ্ধির যেন শেষ না থাকে
(যিশাইয় 9:7)।

হংকংয়ের জন্য প্রার্থনা করুন

হংকংয়ের প্রায় 75.1 লক্ষ জনসংখ্যার মধ্যে 10 লক্ষেরও বেশি বৌদ্ধ। রাজনৈতিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাওয়া এই শহরে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মণ্ডলী রয়েছে। প্রার্থনা করুন, চলমান সামাজিক অস্থিরতার মধ্যেও হংকংয়ের বিশ্বাসীরা যেন সাহস ও ভালোবাসার সঙ্গে তাদের বৌদ্ধ প্রতিবেশীদের কাছে যায়।

চেংডু, চীন সম্পর্কে আরও

সিচুয়ান প্রদেশের রাজধানী চেংডু হান চীনা সংস্কৃতি ও আন্দোলন-কার্যক্রম, উভয়েরই এক প্রধান কেন্দ্র, এবং তিব্বতি বৌদ্ধ অঞ্চলের প্রবেশদ্বারে অবস্থিত। চীনের 23 কোটি বৌদ্ধ বিশ্বের বৃহত্তম বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী, তবুও তাদের অধিকাংশই ক্রমবর্ধমান চীনা মণ্ডলীর নাগালের বাইরে রয়ে গেছে। আরও জানুন এখানে।

আসুন প্রার্থনা করি

গৃহমণ্ডলী নেটওয়ার্ক: প্রার্থনা করুন, চীনের গৃহমণ্ডলী নেটওয়ার্কগুলো যেন সাহসের সঙ্গে তাদের বৌদ্ধ বন্ধু ও পরিবারের কাছে যীশুর কথা বলে, এবং এমন অনেক নতুন শিষ্য তৈরি করে, যারা আবার অন্যদের শিষ্য করে তোলে (**প্রেরিত 1:8**)।

আন্দোলনের নেতারা:

সিচুয়ান ও ইউনান প্রদেশে হান চীনা ও জাতিগত সংখ্যালঘু বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর মধ্যে কর্মরত আন্দোলনের নেতাদের জন্য প্রার্থনা করুন, যেন তারা বিরাট ফসল পায় (**গীতসংহিতা 96:3**)।

চীনের মণ্ডলী:

প্রার্থনা করুন, ঈশ্বর যেন চীনের মণ্ডলীগুলোর মধ্যে প্রার্থনা ও হারানোদের জন্য আবেগ পুনরুজ্জীবিত করেন, এবং চীনে প্রতিদিন সকালে যেন আবার প্রার্থনার ধ্বনি শুনতে পান (**মার্ক 1:35**)। প্রার্থনা করুন, চীনের প্রতিটি খ্রীষ্টান ও মণ্ডলী যেন সম্পূর্ণ ভক্তি ও শ্রদ্ধায় শান্ত ও নিরুপদ্রব জীবন যাপন করতে পারে, যাতে ঈশ্বরের কাজ বাধাহীনভাবে চলতে থাকে (**1 তীমথিয় 2:2**)। প্রার্থনা করুন, ঈশ্বরের প্রজ্ঞা যেন চীনের সব শিষ্য ও মণ্ডলীর উপর থাকে, যাতে তারা তাদের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং ঈশ্বর তাদের কীভাবে চলতে চান, তা জানতে পারে (**যাকোব 1:5**)।

সীমান্তবর্তী অপ্রচারিত জনগোষ্ঠী:

প্রার্থনা করুন, ফসল কাটার কর্মীরা যেন সাহস, মনোবল ও প্রজ্ঞা পায় এবং চীনের সীমানার মধ্যে থাকা 76টি সীমান্তবর্তী অপ্রচারিত জনগোষ্ঠীর (যাদের মধ্যে সুসমাচারের সাক্ষ্য প্রায় নেই বললেই চলে) কাছে প্রেরিত হয়, এবং যেন ফসল কাটা শুরু হয় (**রোমীয় 15:20-21**)।

প্রয়োগ

যিশাইয় 9:7 ঘোষণা করে যে ঈশ্বরের শাসনের বৃদ্ধির শেষ নেই। আপনি কি এই প্রার্থনায় যোগ দেবেন যে, এই দেশগুলোতে তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়ানো সব শক্তিকে তাঁর রাজত্ব যেন শীঘ্রই জয় করে?



দিন 4: 28 জানুয়ারি

1/2

জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া
ও উত্তর কোরিয়া:
লক্ষ্য শহর: টোকিও, জাপান

“স্বর্গরাজ্য ক্ষেতের মধ্যে গোপন এমন ভান্ডার এর সমান, যা দেখতে পেয়ে এক ব্যক্তি লুকিয়ে রাখল, পরে আনন্দের আবেগে গিয়ে সব বিক্রি করে সেই জমি কিনল। আবার স্বর্গরাজ্য এমন এক বণিকের সমান, যে ভালো ভালো মুক্তার খোঁজ করছিল, সে একটি মহামূল্য মুক্তা দেখতে পেয়ে সব বিক্রি করে তা কিনল।”

মথি 13:44-46 (IRV)

সাক্ষ্য: রাজ্যের ফসলের মূল্য সবকিছুর চেয়ে বেশি

2011 সালের মার্চে ভূমিকম্প ও সুনামি জাপানকে বিধ্বস্ত করার দশ মাস পর, মিশন কর্মীরা উত্তর-পূর্ব উপকূল থেকে আসা এক বিস্ময়কর প্রতিবেদন শুনতে থাইল্যান্ডে একত্র হয়েছিলেন।

এই অঞ্চলটি সবচেয়ে ভয়াবহ ধ্বংসের শিকার হয়েছিল, আর দীর্ঘকাল ধরে এটি জাপানের সবচেয়ে কম মণ্ডলী-থাকা জায়গাগুলোর একটি ছিল। তবুও অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটছিল।

পরিপক্ব বিশ্বাসীরা যত দ্রুত শিষ্যত্বে গড়ে তুলতে পারছিলেন, তার চেয়েও দ্রুত মানুষ যীশুর কাছে আসছিল।

সর্বস্ব হারানো এক জেলে দেখলেন, যীশুর এক শিষ্য তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে জীবন নতুন করে গড়তে সাহায্য করছেন। এই দয়ায় অভিভূত হয়ে শেষে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “আপনি কেন এসব করছেন?”

“কারণ যে ঈশ্বর আপনাকে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব আছে,” লোকটি উত্তর দিলেন। অস্থায়ী আবাসনে থাকা এক নারী বললেন, কীভাবে যীশু বেড়াতে আসা এক প্রতিবেশীর মতো তাঁর কাছে এসেছিলেন। তিনি তাঁকে বলেছিলেন, যা তিনি হারিয়েছেন তার আর কোনো গুরুত্ব নেই।

বারবার এমন মানুষের কাহিনি উঠে আসছিল, যাদের জীবন দুর্যোগে চুরমার হয়ে গিয়েছিল এবং যারা পরে খ্রীষ্টে আশা খুঁজে পাচ্ছিল।

জাপানি মিশনতত্ত্ববিদ ড. মিৎসুও ফুকুদা যা ঘটছিল তা সংক্ষেপে এভাবে বলেছেন: “তাদের সুসমাচার প্রচার করতে হয়নি। ঈশ্বর যে ফল এনেছিলেন, শুধু তা সংগ্রহ করতে হয়েছিল।”

যেখানে ঢেউ ধ্বংস এনেছিল, সেখানে ঈশ্বর নতুন জীবন আনছিলেন। যেখানে মণ্ডলী শিকড় গাড়তে হিমশিম খাচ্ছিল, সেখানে রাজ্য বিকশিত হতে শুরু করেছিল।

প্রার্থনার লক্ষ্য: দক্ষিণ কোরিয়া

এশিয়ার বৃহত্তম খ্রীষ্টীয় সমাজগুলোর একটি: দক্ষিণ কোরিয়ার বিশ্বাসীদের জন্য প্রার্থনা করুন—যারা এশিয়ার বৃহত্তম খ্রীষ্টীয় সমাজগুলোর একটি—যেন তারা তাদের মিশনারি উদ্যম নিজের দেশের বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠদের মধ্যে নতুন শিষ্যের বিরাট ফসলের দিকে চালিত করে। (রোমীয় 10:1)

উত্তর কোরিয়ার জন্য প্রার্থনা করুন

উত্তর কোরিয়ায় এক সময়ের উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধ ঐতিহ্য দমন করা হয়েছে, আর ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রায় নেই বললেই চলে। বন্ধ সীমান্তের আড়ালে ও তীব্র নির্যাতনের মধ্যে এক গোপন মণ্ডলী যীশুকে অনুসরণ করে চলেছে—প্রায়ই বড় ব্যক্তিগত মূল্য দিয়ে। যারা গোপনে আরাধনা করে, সেই বিশ্বাসীদের সাহস ও সুরক্ষার জন্য প্রার্থনা করুন, এবং প্রার্থনা করুন যেন সুসমাচার এমন সব জায়গায় পৌঁছায়, যেখানে তা কখনও শোনা যায়নি।

টোকিও, জাপান সম্পর্কে আরও

টোকিও বিশ্বের বিশাল মহানগরীগুলোর একটি, তবুও এটি সবচেয়ে কম সুসমাচার পৌঁছানো শহরগুলোর একটি। জাপানের জনসংখ্যার 1%-এরও কম নিজেদের ইভাঞ্জেলিক্যাল খ্রীষ্টান বলে পরিচয় দেয় এবং সারা দেশে 6.95 কোটি বৌদ্ধ থাকায়, জাপান সুসমাচারের জন্য এক বিশাল সীমান্ত। তবুও ঈশ্বর কাজ করছেন। আধ্যাত্মিকভাবে ক্ষুধার্ত এই দেশজুড়ে সাধারণ বিশ্বাসীরা করুণার কাজ ও বিশ্বস্ত সাক্ষ্যের মাধ্যমে ঘরে ঘরে, সম্পর্কে ও সমাজে যীশুর উপস্থিতি বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন। রাজ্যের এই বীজগুলো যখন শিকড় গাড়ছে, আমরা এমন এক শিষ্য-আন্দোলনের জন্য প্রার্থনা করি, যা বহুগুণ হবে এবং সারা জাপানে খ্রীষ্টের আলো ছড়িয়ে পড়তে দেখবে। টোকিও সম্পর্কে আরও জানুন এখানে।

আসুন প্রার্থনা করি

জাপানি অনুসারীরা: প্রার্থনা করুন, যীশুর জাপানি অনুসারীরা যেন সারা জাপানে তাদের বৌদ্ধ পটভূমির প্রতিবেশীদের মধ্যে এমন শিষ্য তৈরি করতে শেখে, যারা আবার শিষ্য তৈরি করে। (1 থিমলনীকীয় 2:8)

ফসল কাটার কর্মীরা: জাপানের ফসল কাটার কর্মীদের জন্য প্রার্থনা করুন, যেন তারা একসঙ্গে মিলিত হওয়া শিষ্যদের নতুন নতুন দল শুরু করে, সেই আদর্শ অনুসরণ করে, যেভাবে যীশু আরও সত্তর জন শিষ্যকে পাঠিয়েছিলেন—

লুক 10:1-23।

রূপান্তরের শক্তি: প্রার্থনা করুন, রাজ্যের রূপান্তরকারী শক্তি ও বার্তা যেন সেই আধ্যাত্মিক প্রতিরোধ ভেঙে দেয়, যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে জাপানে খ্রীষ্টানদের সংখ্যা 1%-এর নিচে রেখেছে। (2 করিন্থীয় 4:4-6)

বহুগুণ হওয়া শিষ্য: প্রার্থনা করুন, উভয় দেশের বৌদ্ধ পটভূমির জনগোষ্ঠীর মধ্যে যেন বহুগুণ হওয়া শিষ্যদের আন্দোলন গড়ে ওঠে। (যিশাইয় 43:19)

প্রয়োগ

লুক 4:18 পদে লেখা আছে: “প্রভুর আত্মা আমার উপর আছেন, কারণ তিনি আমাকে অভিষিক্ত করেছেন, দরিদ্রের কাছে সুসমাচার প্রচার করার জন্য; তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, বন্দিদের কাছে মুক্তি প্রচার করার জন্য, অন্ধদের কাছে দৃষ্টি দানের প্রচার করার জন্য, নির্যাতিতদের উদ্ধার করার জন্য।” রাজ্য যখন আসবে তখন তা দেখতে কেমন হবে, যীশু তা বর্ণনা করেছিলেন। আপনার জীবনে কে বন্দি বা অন্ধ, যার কাছে ঈশ্বর আপনাকে এই সপ্তাহে সুসমাচার নিয়ে যেতে বলছেন?



দিন 5: 29 জানুয়ারি

1/2

তিব্বতি বৌদ্ধ বিশ্ব:

ভারত, নেপাল, ভুটান, তিব্বত
লক্ষ্য শহর: লাসা, তিব্বত

“অথবা কোনো এক স্ত্রীলোক, যার দশটি সিকি আছে, সে যদি একটি হারিয়ে ফেলে, তবে প্রদীপ জ্বালিয়ে ঘর ঝাঁট দিয়ে যে পর্যন্ত তা না পায়, ভালো করে খুঁজে দেখে না? আর সেটি খুঁজে পেলে পর সে বন্ধু বান্ধব ও প্রতিবেশীদের ডেকে বলে, আমার সঙ্গে আনন্দ কর, কারণ আমি যে সিকিটি হারিয়ে ফেলেছিলাম, তা খুঁজে পেয়েছি। ঠিক সেইভাবে...”

লুক 15:8-10 (IRV)

সাক্ষ্য: রাজ্য যত্ন করে হারানোদের খোঁজে

বহু বছর ধরে নেপালি নাগরিক আশ্বি সুম্বা তাঁর পরিবার ও সমাজের বৌদ্ধ বিশ্বাস অনুসরণ করতেন। দুই ছেলে ও চার মেয়ের বাবা হিসেবে তিনি বিশ্বাস করতেন, ভালো কাজ করা ও বুদ্ধের পূজা করাই জীবনযাপনের সঠিক পথ।

তারপর আশ্বি সোম নামে এক শিষ্যের সাক্ষ্য শুনলেন এবং যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচারের সাক্ষাৎ পেলেন।

সুসমাচারের এই শুভ সংবাদ আশ্বির জন্য সবকিছু বদলে দিল।

“সুসমাচারের মাধ্যমে আমি জেনেছি যে যীশু খ্রীষ্টই পরিত্রাণের একমাত্র পথ,” আশ্বি বললেন। “এই বার্তা আমার হৃদয় গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। আমি যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস করেছি এবং তাঁকে অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।”

আশ্বি ও তাঁর পরিবার তিব্বতি বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী সুম জাতির মধ্যে যীশুর প্রথম জ্ঞাত অনুসারী হলেন। এই সিদ্ধান্তের জন্য তাঁদের চড়া মূল্য দিতে হয়েছে। যীশুর প্রতি বিশ্বাসের কারণে তাঁদের গ্রাম থেকে বের করে দেওয়া হয় এবং তিব্বত (চীন) সীমান্তের কাছে নেপালের প্রত্যন্ত নুরি উপত্যকায় চলে যেতে বাধ্য করা হয়।

তবুও আশ্বি পিছু ফিরছেন না। তিনি কৃতজ্ঞ যে কেউ তাঁর কাছে সুসমাচার নিয়ে এসেছিল এবং যীশুর মাধ্যমে তিনি এমন এক আশা পেয়েছেন, যা কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।

এখন তিনি ও তাঁর পরিবার প্রার্থনা করছেন, যেন সুম জাতির অন্যরাও একদিন সেই একই আশা খুঁজে পায়।

প্রার্থনার লক্ষ্য: লাসা

উত্তম মেষপালক যখন লাসায়, সমগ্র মালভূমিতে এবং তিব্বতি প্রবাসী সমাজজুড়ে হারানো মেষদের খুঁজছেন, তখন উন্মুক্ত হৃদয় ও কার্যকর বার্তাবাহকদের জন্য প্রার্থনা করুন। প্রার্থনা করুন, তিনি যেন সুসমাচারের জন্য দরজা খুলে দেন এবং যেখানে তাঁর নাম এখনও অজানা, সেখানে তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

বাংলাদেশের জন্য প্রার্থনা করুন

বাংলাদেশে প্রায় 13 লক্ষ বৌদ্ধের বাস, যাদের অনেকেই চাকমা। চাকমারা একটি স্বতন্ত্র আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী, যাদের আদি নিবাস বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম, উত্তর-পূর্ব ভারতের কিছু অংশ এবং পশ্চিম মায়ানমার। প্রার্থনা করুন, এই সমাজগুলো যেন স্থানীয় বিশ্বাসীদের মাধ্যমে সুসমাচারের সাক্ষাৎ পায় এবং তাদের মধ্যে নতুন শিষ্য ও মণ্ডলী গড়ে ওঠে।

লাসা, তিব্বত সম্পর্কে আরও

লাসা তিব্বতি বৌদ্ধধর্মের ঐতিহাসিক হৃদয় এবং তিব্বতি জগতের আধ্যাত্মিক কেন্দ্র। বিখ্যাত পোতালা প্রাসাদের এই শহর সমগ্র তিব্বত মালভূমি থেকে তীর্থযাত্রীদের আকর্ষণ করে। এখানে প্রবেশাধিকার এখনও কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত, আর তিব্বতি বৌদ্ধধর্ম এখানকার মানুষের পরিচয় ও দৈনন্দিন জীবনে গভীরভাবে মিশে আছে, ফলে লাসা সুসমাচারের প্রতি বিশ্বের সবচেয়ে প্রতিরোধী দুর্গগুলোর একটি। তবুও কোনো স্থানই ঈশ্বরের নাগালের বাইরে নয়। আরও জানুন এখানে।

আসুন প্রার্থনা করি

নেপালি আন্দোলনের নেতারা: প্রার্থনা করুন, ঈশ্বর যেন সেই নেপালি আন্দোলন-নেতাদের ফলপ্রসূতা বাড়িয়ে দেন, যারা হিমালয় পেরিয়ে তিব্বতি বৌদ্ধ সমাজগুলোতে কাজ করছেন। (যিশাইয় 52:7)

বন্যা-দুর্যোগ: কাঠমান্ডুর উত্তরে বন্যায় বিধ্বস্ত সমাজগুলোর জন্য প্রার্থনা করুন—খ্রীষ্টানরা যখন কষ্টে থাকা প্রতিবেশীদেরও সাহায্য করছেন, তখন তাদের শান্তি, সান্ত্বনা, শক্তি ও আশার জন্য। প্রার্থনা করুন, অনেকে যেন যীশুই তাদের একমাত্র আশা জেনে শিষ্য হয়। (গীতসংহিতা 34:18; যিশাইয় 61:1-3)

ভুটানি বিশ্বাসীরা: প্রার্থনা করুন, ভুটানি শিষ্যরা যেন যীশুকে অনুসরণ করার কারণে আসা নির্যাতন জয় করার শক্তি পায়, এবং এভাবে স্পষ্ট ও শক্তিশালী সাক্ষ্য দিতে পারে যে তারা কেন যীশুকে ভালোবাসে এবং যারা তাঁকে বিশ্বাস করে তাদের সবার জন্য তিনি কী করতে পারেন। (১ পিতর 4:14)

ভুটান ও উত্তর-পূর্ব ভারত: উত্তর-পূর্ব ভারত ও ভুটানের প্রত্যন্ত জনগোষ্ঠীর কাছে যাওয়া ফসল কাটার কর্মীদের প্রবেশাধিকার ও প্রচুর ফলের জন্য প্রার্থনা করুন, যেখানে ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা ও সরকারি বিধিনিষেধ সুসমাচারের সাক্ষ্যকে সীমিত করে। (যিশাইয় 45:2-3)

দলিত বৌদ্ধরা: ভারতের দলিত বৌদ্ধ সমাজগুলোর মধ্যে—যারা আধ্যাত্মিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে—সম্প্রতি সেখানে কাজ শুরু করা শিষ্য-নির্মাতাদের মাধ্যমে বিরাট ফসলের জন্য প্রার্থনা করুন। (যোহন 4:35)

প্রয়োগ

প্রেরিত 3:21 পদে লেখা আছে: “আর তিনি সেই, যাকে স্বর্গ নিশ্চয়ই গ্রহণ করে রাখবে, যেপর্যন্ত না সকল বিষয়ের পুনরায় স্থাপনের দিন উপস্থিত হয়, যে দিনের সম্বন্ধে ঈশ্বর তাঁর পবিত্র ভাববাদীদের মুখ দিয়ে বলেছেন, ‘যাঁরা পূর্বকাল হতে হয়ে আসছেন।’ এই পুনঃস্থাপনে আপনি ও আপনার মণ্ডলী যেন সাহায্য করেন, এমন কোনো নির্দিষ্ট উপায় কি ঈশ্বরের মনে আছে? আপনি কি সেই লক্ষ্যে প্রার্থনা করতে প্রস্তুত?”

ভারত, নেপাল, ভুটান,
তিব্বত

2/2



দিন 6: 30 জানুয়ারি

1/2

বৌদ্ধ প্রবাসী সমাজ: লক্ষ্য শহর: ডালাস, যুক্তরাষ্ট্র

“তখন প্রভু দাসকে বললেন, বাইরে গিয়ে বড় রাস্তায় রাস্তায় ও পথে পথে যাও এবং আসবার জন্য লোকদেরকে মিনতি কর, যেন আমার বাড়ি ভরে যায়। কারণ আমি তোমাদের বলছি, ঐ নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মধ্যে একজনও আমার এই ভোজের স্বাদ পাবে না।”

লুক 14:23-24 (IRV)

সাক্ষ্য: রাজ্য দোরগোড়ায়

উত্তর টেক্সাসের এক বৌদ্ধ মন্দিরে, এক অপ্রত্যাশিত জায়গায় সুসমাচারের বীজ বোনা হয়েছিল।

বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচারে তেমন সাড়া মেলেনি। কিন্তু কর্মীরা যখন ইংরেজি শিখতে আগ্রহী বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে শুরু করলেন, তখন একটি দরজা খুলে গেল। লাওসে সফলভাবে ব্যবহৃত গল্পের সংকলন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মানুষের 10টি কাহিনি ব্যবহার করে দলটি যীশুর কাহিনির মাধ্যমে ইংরেজি শেখাতে শুরু করল।

অল্প দিনের মধ্যেই দুই থেকে পাঁচজন ভিক্ষু নিয়মিত মন্দিরে আবিষ্কার-পদ্ধতির বাইবেল আলোচনার জন্য একত্র হতে লাগলেন। তাঁরা শুনতেন, প্রশ্ন করতেন এবং নিজের ভাষায় কাহিনিগুলো আবার বলতেন। কাহিনিগুলো যীশু সম্পর্কে কী প্রকাশ করে জিজ্ঞেস করা হলে তাঁরা এমন উত্তর দিতেন: “তিনি অলৌকিক কাজ করেন,” “ভূতদের উপর তাঁর ক্ষমতা আছে,” এবং

“তিনি জগতের ত্রাণকর্তা।”

তিন মাস পর কোনো তাৎক্ষণিক ফসল ছাড়াই সভাগুলো শেষ হয়ে গেল। একজন ভিক্ষু শেষ পর্যন্ত ভিক্ষুজীবন ছেড়ে লাওসে ফিরে গেলেন। আরেকজন প্রথমবার সুসমাচার শোনার পর মারা গেলেন। তবুও বীজ বিশ্বস্তভাবে বোনা হয়েছিল।

প্রতিটি হৃদয়ের মাটিতে কী ঘটেছে, তা কেবল ঈশ্বরই জানেন। যীশু আমাদের মনে করিয়ে দেন যে কিছু বীজ ভালো জমিতে পড়বে এবং প্রচুর ফসল উৎপন্ন করবে। তাই আমরা বিশ্বাসে প্রার্থনা করি: “প্রভু, বোনা প্রতিটি বীজে জল দিয়ে চলো। হৃদয়গুলো কোমল কর, আধ্যাত্মিক বাধা দূর কর, এবং যা বোনা হয়েছে তার পরিচর্যা করতে আরও লোক পাঠাও। সুসমাচারের এই বীজগুলো যেন গভীরে শিকড় গাড়ে এবং তোমার নিখুঁত সময়ে এমন ফসল উৎপন্ন করে, যা বহু বৌদ্ধ ভিক্ষুকে ঈশ্বরের রাজ্যে নিয়ে আসে।”

প্রার্থনার লক্ষ্য: ডালাস

উত্তর টেক্সাসের বৌদ্ধ প্রবাসী সমাজ:

প্রার্থনা করুন, থাই, শ্রীলঙ্কান, চীনা, ভিয়েতনামি ও তিব্বতি প্রবাসীদের মধ্যে যেন ফসল কাটার কর্মী পাঠানো হয়। প্রার্থনা করুন, তারা যেন সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতা ও আন্তরিক ভালোবাসা নিয়ে সুসমাচার জানায় (1 করিন্থীয় 9:22)।

পশ্চিমের অন্যান্য শহরের জন্য প্রার্থনা করুন

পশ্চিমের অন্যান্য শহরেও ডালাসের মতো একই সুযোগ রয়েছে। বৌদ্ধ প্রবাসী সমাজ আছে এমন এই 110 Cities-এর শহরগুলোর জন্য প্রার্থনা করুন: লন্ডন, প্যারিস, মিউনিখ, দুবাই, মস্কো ও এথেন্স।

উত্তর টেক্সাসের বৌদ্ধ প্রবাসী সমাজ সম্পর্কে আরও

উত্তর টেক্সাসে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বৃহৎ ও বৈচিত্র্যময় বৌদ্ধ প্রবাসী সমাজের বাস। কয়েক দশকের শরণার্থী পুনর্বাসন ও অভিবাসনের ফলে ভিয়েতনামি ও কম্বোডীয় মহাযানী ও থেরবাদী সমাজ, থাই ও শ্রীলঙ্কান মন্দির এবং ক্রমবর্ধমান তিব্বতি বৌদ্ধ উপস্থিতি এই বিস্তৃত মহানগর এলাকায় এসেছে। এখানে এশিয়ার সবচেয়ে কম সুসমাচার পৌঁছানো কিছু সমাজের মানুষ আমাদের কাছের প্রতিবেশী হয়ে উঠেছে, জাতিগুলোকে উত্তর টেক্সাসের মণ্ডলীগুলোর দোরগোড়ায় নিয়ে এসেছে।

আসুন প্রার্থনা করি

বৌদ্ধ পটভূমির খ্রীষ্টানরা: প্রার্থনা করুন, বৌদ্ধ পটভূমি থেকে আসা প্রবাসী খ্রীষ্টানরা এখন যেখানেই থাকুক, তারা যেন নিজেদের সমাজের কাছে সুসমাচার জানায় **(মার্ক 5:19)**।

স্থানীয় মণ্ডলী: প্রার্থনা করুন, পশ্চিমের স্থানীয় মণ্ডলীগুলো যেন বুঝতে পারে যে তাদের দোরগোড়ার মানুষদের কাছে রাজ্য এসে পড়েছে, এবং তারা যেন তাদের মধ্যে গিয়ে যীশুর সুসমাচার জানায় **(লুক 14:23)**।

আমেরিকার শহরগুলোতে ফসল: প্রার্থনা করুন, আমেরিকার শহরগুলোতে প্রবাসীদের নিয়ে কাজ করা পরিচর্যাগুলো যেন বৌদ্ধ সমাজের মধ্যে অগ্রগতি ও শিষ্যদের বহুগুণ বৃদ্ধি দেখতে পায় **(কলসীয় 4:3)**।

সুসমাচার দেশে নিয়ে যাওয়া: প্রার্থনা করুন, বৌদ্ধ প্রবাসী বিশ্বাসীরা যেন সুসমাচার নিজেদের মাতৃভূমিতে নিয়ে যায়, যাতে এখানে তারা যে রাজ্যের সাক্ষাৎ পেয়েছে, তা সেখানে শিকড় গাড়ে ও বহুগুণ হয়। **(প্রেরিত 11:19-21)**।

প্রয়োগ

লুক 10:9b পদে লেখা আছে: “ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের কাছে এসে পড়েছে।” আপনার শহরে কাদের কাছে রাজ্য এসে পড়েছে, অথচ তারা এখনও সে সম্পর্কে শোনেনি?



দিন 7: 31 জানুয়ারি

বিশ্ব প্রার্থনা দিবস: অনলাইনে যোগ দিন

যোগ দিতে এখানে ক্লিক করুন

1/4

“পৃথিবী সদাপ্রভুর মহিমার জ্ঞানে পরিপূর্ণ হবে, যেমন সমুদ্র জলে ভরা থাকে।”

হবকুক 2:14 (IRV)

তোমার রাজ্য আসুক

ছয় দিনের প্রার্থনা আমাদের এই মুহুর্তে নিয়ে এসেছে। আমরা জনগোষ্ঠী, স্থান, আন্দোলন এবং যারা বৌদ্ধ বিশ্বে সুসমাচার নিয়ে যান, তাদের জন্য প্রার্থনা করেছি। আজ এই বিশ্ব প্রার্থনা দিবসে আমরা দিগন্তের দিকে চোখ তুলে সেই প্রার্থনা করি, যা যীশু আমাদের শিখিয়েছেন: “তোমার রাজ্য আসুক, তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হোক যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতেও হোক।”

বৌদ্ধ বিশ্বে প্রায় 50 কোটি মানুষ বাস করে, যাদের কাছে সুসমাচার পৌঁছানোর সুযোগ খুব কম বা একেবারেই নেই। কিন্তু এটাই তাদের কাহিনির শেষ নয়। আমরা প্রার্থনা করি, কারণ রাজ্য তাঁরই, যিনি ছিলেন, যিনি আছেন এবং যিনি আসছেন। আমরা প্রার্থনা করি, কারণ তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন, “পৃথিবী সদাপ্রভুর মহিমার জ্ঞানে পরিপূর্ণ হবে,

যেমন সমুদ্র জলে ভরা থাকে।” আর আমরা প্রার্থনা করি, কারণ ঈশ্বরের সেই দিনের আগমনের পথ প্রস্তুত করতে সাহায্য করার জন্য আমাদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছে (**2 পিতর 3:12**), এই বিশ্বাসে যে সুসমাচার প্রতিটি জাতিগোষ্ঠী এবং এখনও না-শোনা প্রতিটি স্থানে পৌঁছাবে।

আসুন, আমরা প্রার্থনার এমন এক জাগরণের জন্য আকুল হয়ে ডাকি, যা বহুগুণ হবে, বৃদ্ধি পাবে এবং শুচিতা, পবিত্রতা ও মন্দ থেকে মুক্তির আগুন জ্বালাবে। সমগ্র বৌদ্ধ বিশ্বে বসবাসকারীদের মধ্যে ঈশ্বরের রাজ্যের রূপান্তরের জন্যও প্রার্থনা করুন। “আর এস, আমরা সৎ কাজ করতে করতে নিরুৎসাহ না হই, কারণ ক্লান্ত না হলে সঠিক দিনের শস্য পাব।”
(গালাতীয় 6:9)

অনলাইনে যোগ দিন

বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর জন্য ঐক্যবদ্ধ 24 ঘণ্টার প্রার্থনায়। অথবা আপনার স্থানীয় পরিবেশে ছোট ছোট দলে একত্র হোন। একমনে ঐক্যবদ্ধ প্রার্থনা শক্তিশালী। আমরা সবাইকে আজ এমন পাঁচজন পরিচিত মানুষের জন্য নাম ধরে প্রার্থনা করতে বলছি, যাদের যীশুকে প্রয়োজন।

গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোর জন্য প্রার্থনা

প্রভু যেমন পরিচালনা দেন, সেই অনুযায়ী আপনার পরিবার, মণ্ডলী বা প্রার্থনা-কক্ষের সঙ্গে প্রার্থনার জন্য এই শহরগুলোর মধ্যে একটি বা দুটি বেছে নিন। প্রতিটি শহরে যেন রাজ্য-আন্দোলন (2414now.net) গড়ে ওঠে, সেজন্য প্রার্থনা করুন। প্রতিটি শহরের জন্য নির্দিষ্ট প্রার্থনার বিষয় ও ভিডিও উপকরণ পাবেন 110cities.com-এ।

প্রভুর প্রার্থনা দিয়ে প্রার্থনা

প্রভুর প্রার্থনাকে একটি কাঠামো হিসেবে ব্যবহার করুন; যীশুর নিজের কথাগুলোই যেন বৌদ্ধ বিশ্বের জন্য আপনার মধ্যস্থতার প্রার্থনাকে আকার ও দিক দেয়।

“হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ।” আরাধনা দিয়ে শুরু করুন

- ঈশ্বরকে পিতা হিসেবে আরাধনা করুন—সেই পিতা, যিনি স্বর্গে ও পৃথিবীতে প্রতিটি পরিবারকে গ্রহণ করেন (**ইফিষীয় 3:14**), সেই পিতা, যিনি তাঁর ছেলেমেয়েদের উপর প্রচুর ভালোবাসা ঢেলে দেন (**1 যোহন 3:1**), সেই পিতা, যিনি তাঁর লোকদের নিয়ে গান করেন ও আনন্দ করেন (**সফনিয় 3:17**)। তাঁর প্রশংসা করুন, কারণ তাঁর পিতৃত্ব কোনো ভৌগোলিক বা জাতিগত সীমানা মানে না।

বৌদ্ধ বিশ্বজুড়ে ঈশ্বর ইতিমধ্যে যা করছেন, তার জন্য ধন্যবাদ দিন।

- প্রতিটি শিষ্য-নির্মাতার জন্য আমরা তোমার প্রশংসা করি, যারা দিনের পর দিন খ্রীষ্টের চোখ দিয়ে বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীকে দেখতে বেছে নেয়। ধন্যবাদ, কারণ তুমি তোমার বাক্য এমন সব ভাষা ও স্থানে নিয়ে যাচ্ছ, যেখানে আগে কখনও তা শোনা যায়নি; ধন্যবাদ সেই পরিবারগুলোর জন্য, যারা প্রথমবার বাইবেল খুলছে, এবং যীশুকে ঘিরে গড়ে ওঠা নতুন সহভাগিতাগুলোর জন্য, যেগুলো একসময় সুসমাচারের জন্য বন্ধ বলে বিবেচিত স্থানে শিকড় গাড়াচ্ছে। মহিমার পিতার প্রশংসা করুন, কারণ তাঁর রাজ্য আসছে—নিঃশব্দে ও অপ্রতিরোধ্যভাবে, খামির মতো। ধন্যবাদ, কারণ কোনো দেশের কোনো পরিবারই তাঁর ভালোবাসার নাগালের বাইরে নয় (**গীতসংহিতা 22:27**)।

“তোমার নাম পবিত্র বলে মান্য হোক।” তোমার মহিমায় পৃথিবী পূর্ণ হোক

- পিতা, তোমার নাম, তোমার সুনাম, তোমার চরিত্র ও তোমার কাজ যেন সমগ্র বৌদ্ধ বিশ্বে প্রকাশিত হয়। তোমার নাম যেন পবিত্র বলে মান্য হয় ব্যাংকক ও বেইজিংয়ে, টোকিও ও উলানবাটোরে, নম পেন ও প্যারিসে।
- পিতা, তুমি কি বৌদ্ধ ভিক্ষু, সরকারি নেতা ও সাধারণ পরিবারগুলোর কাছে তোমার মহিমা দেখাবে? স্বপ্ন, দর্শন ও সাক্ষী পাঠাও। তোমার মহিমার জ্ঞান যেন জলের মতো ছড়িয়ে পড়ে, প্রতিটি নিচু জায়গা খুঁজে নিয়ে বৌদ্ধ বিশ্বের প্রতিটি লুকানো কোণ পূর্ণ করে।
- অনুগ্রহ করে চীনের মণ্ডলীগুলোর মধ্যে প্রার্থনার আবেগ পুনরুজ্জীবিত কর, যেন পিতা, তুমি সেই দেশে প্রতিদিন সকালে আবার প্রার্থনার ধ্বনি শুনতে পাও। (**মার্ক 1:35**)

“তোমার রাজ্য আসুক।” বৌদ্ধ বিশ্বে রাজত্ব কর

- পিতা, তোমার পবিত্র শক্তিতে বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর মনের আধ্যাত্মিক অন্ধতা দূর কর, যেন তারা যীশু খ্রীষ্টের মুখে সুসমাচারের আলো দেখতে পায়। **(2 করিন্থীয় 4:4-6)** বৌদ্ধধর্ম দুঃখ থেকে মুক্তির একটি পথ দেওয়ার দাবি করে। আমরা প্রার্থনা করি, লক্ষ লক্ষ মানুষ যেন তাঁর সাক্ষাৎ পায়, যিনি শুধু একটি পথ দেখান না, বরং বলেন, “আমিই পথ, আমিই সত্য এবং আমিই জীবন।”
- প্রার্থনা করুন, বৌদ্ধধর্মের প্রতিটি ধারায় যেন সুসমাচার-আন্দোলন বহুগুণ হয়: থাইল্যান্ড, মায়ানমার, কম্বোডিয়া, লাওস ও শ্রীলঙ্কার থেরবাদী জনগোষ্ঠী; চীন, ভিয়েতনাম, জাপান ও কোরিয়ার মহাযানী জনগোষ্ঠী; ভুটান, নেপাল ও হিমালয়ের উচ্চভূমির তিব্বতি বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী। চান, যেন শিষ্যরা শিষ্যদের বহুগুণ করে এবং মণ্ডলী থেকে মণ্ডলী বহুগুণ হয়, যতক্ষণ না প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সাক্ষ্য থাকে। **(মথি 24:14)**
- প্রার্থনা করুন, বৌদ্ধ বিশ্বের প্রতিটি বিশ্বাসী যেন আত্মায় পূর্ণ হয় এবং সুসমাচার জানানোর সাহস পায়—রাজ্যের শক্তির প্রকাশ ও আমূল ভালোবাসা নিয়ে। পিতা, এই ফসলের ক্ষেতে কর্মী পাঠাও। **(লুক 10:2)**



খোলা দরজা ও রূপান্তরিত জীবনের জন্য প্রার্থনা করুন

- পিতা, কেউ যে ধ্বংস হয়, এমন তুমি চাও না; বরং সবাই যেন মন পরিবর্তন পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে, এই তোমার ইচ্ছা **(2 পিতর 3:9)**। বৌদ্ধ-সংখ্যাগরিষ্ঠ শত শত অপ্রচারিত জনগোষ্ঠীর জন্য আমরা এই প্রার্থনা করি—যাদের মধ্যে 2%-এরও কম খ্রীষ্টকে অনুসরণ করে এবং এমন কোনো দেশীয় মণ্ডলী নেই, যা নিজের শক্তিতে বাকিদের কাছে পৌঁছাতে পারে।
- প্রার্থনা করুন, বাইবেল যেন প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীর কাছে তাদের হৃদয়ের ভাষায় পৌঁছায়। পৃথিবীর অন্যতম কঠোর বিধিনিষেধের দেশ উত্তর কোরিয়াজুড়ে ঈশ্বরের বাক্য যেন শক্তির সঙ্গে এগিয়ে যায়, সেজন্য প্রার্থনা করুন। চীন, হংকং, তাইওয়ান, মঙ্গোলিয়া ও জাপানজুড়ে উদীয়মান যুব-জাগরণ আন্দোলনগুলোর জন্য প্রার্থনা করুন। **(প্রেরিত 2:17)**
- বৌদ্ধ-সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোতে খ্রীষ্টকে অনুসরণ করার জন্য নির্যাতন সহ্য করা প্রতিটি বিশ্বাসীর শক্তি, সহনশীলতা ও বহুগুণ বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করুন। কষ্টভোগী মণ্ডলীই যেন বৃদ্ধি পাওয়া মণ্ডলী হয়। **(মথি 16:18)**

“আজ আমাদেরকে দাও।” পাঁচজন মানুষের জন্য করুণা নিয়ে প্রার্থনা করুন

- একটু থেমে আপনার নিজের প্রভাব-বলয়ের পাঁচজন মানুষের জন্য প্রার্থনা করুন—বৌদ্ধ প্রতিবেশী, সহকর্মী, সহপাঠী বা পরিবারের সদস্য, যারা এখনও যীশুকে জানে না। প্রভুর কাছে চান, তিনি যেন প্রত্যেককে তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ দেন। “পিতা, তাদের তোমার পুত্রের কাছে টেনে আনো” **(যোহন 12:32)**। “তোমার মধুর ভাব তাদের মন পরিবর্তনের দিকে নিয়ে যাক।” **(রোমীয় 2:4)**

“আমাদের অপরাধ সব ক্ষমা কর।” বৌদ্ধ বিশ্বে ক্ষমা চেলে দাও

- পিতা, খ্রীষ্টের ক্রুশের মাধ্যমে ক্ষমার শক্তি মুক্ত কর। তুমি যেমন আমাদের ক্ষমা করেছে, তেমনি যারা এখনও তোমার নাম জানে না, তাদের কি তুমি ক্ষমা করবে? কারণ “এরা কি করেছে, তা জানে না।”

- প্রার্থনা করুন, মিলনের পরিচর্যা যেন প্রতিটি বৌদ্ধ দেশের ভাঙা পরিবারগুলোর কাছে পৌঁছায়। **(2 করিন্থীয় 5:18-19)**

- পরিবারের প্রত্যাখ্যানের মুখোমুখি নতুন বিশ্বাসীদের, আঘাত ও সংঘাতের পর নতুন করে গড়ে ওঠা সমাজগুলোর, এবং এখনও ঐতিহাসিক দুঃখের ভার বয়ে চলা দেশগুলোর আরোগ্য ও পূর্ণতার জন্য প্রার্থনা করুন। পিতা, সুসমাচারের শক্তির মাধ্যমে পুনরুদ্ধার আনো। **(যোয়েল 2:25)**

“মন্দ থেকে রক্ষা কর।” বৌদ্ধ বিশ্বকে মুক্ত কর

- পিতা, প্রতিটি বৌদ্ধ পরিবারকে মন্দের কবল থেকে উদ্ধার কর—প্রতারণা, প্রতিমাপূজা এবং ত্রাণকর্তা ছাড়া মুক্তি খোঁজার ফলে আসা হতাশা থেকে। যীশুর শক্তিশালী নামের মাধ্যমে আশা ও আরোগ্য চেলে দাও।
- পিতা, জাতিগুলোকে তোমার পুত্রের অধিকার হিসেবে দাও। **(গীতসংহিতা 2:8)** তোমার মহিমার জ্ঞান যেন এই বৌদ্ধ শহরগুলোর উপর চেউয়ের মতো আসে—সবই তোমার গৌরবের জন্য, আমাদের আনন্দের জন্য এবং অগণিত মানুষের পরিত্রাণের জন্য।

প্রয়োগ

প্রার্থনা করার মতো এক প্রতিজ্ঞা

হবকুক 2:14 কোনো প্রার্থনা নয়। এটি একটি প্রতিজ্ঞা: “পৃথিবী সদাপ্রভুর মহিমার জ্ঞানে পরিপূর্ণ হবে।” প্রশ্ন এটা নয় যে এই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হবে কি না, বরং আমরা কি তাদের মধ্যে থাকতে বেছে নেব, যারা এর পূর্ণতার জন্য প্রার্থনা করে, বিশ্বাস করে ও সহযোগিতা করে।

এই সাত দিনের প্রার্থনা শেষ হতে চলেছে; বৌদ্ধ বিশ্বের জন্য প্রার্থনা বা সহযোগিতার কোন একটি নির্দিষ্ট ও নিয়মিত কাজে আপনি অঙ্গীকারবদ্ধ হবেন? তাঁর মহিমার জ্ঞান পৃথিবী পূর্ণ না করা পর্যন্ত আপনি কীভাবে প্রার্থনা চালিয়ে যাবেন?

বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর জন্য আমাদের সঙ্গে প্রার্থনা করার জন্য ধন্যবাদ



প্রার্থনার উত্তরাধিকার

ই. এম. বাউন্ডস একবার লিখেছিলেন: “প্রার্থনা তার উচ্চারণকারীদের জীবনকাল ছাড়িয়ে বেঁচে থাকে; একটি প্রজন্মকে ছাড়িয়ে যায়, একটি যুগকে ছাড়িয়ে যায়, একটি জগৎকে ছাড়িয়ে যায়।”

কী শক্তিশালী এক স্মরণ যে, আমাদের প্রার্থনা কখনও শুধু উচ্চারণের মুহুর্তে আবদ্ধ থাকে না। আমরা যখন প্রার্থনা করি, তখন ঈশ্বরের মুক্তিদায়ী কাজে তাঁর সঙ্গে যুক্ত হই—এমন কাজ, যা আমাদের দৃষ্টির অনেক বাইরে এবং প্রায়ই আমাদের জীবনকালের অনেক পরেও পৌঁছায়।

বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর জন্য আপনার করা প্রতিটি প্রার্থনা অনন্তকালে বিনিয়োগ। হয়তো আপনি কখনও সেই মানুষটির দেখা পাবেন না, যার জীবন আপনার প্রার্থনার কারণে বদলে গেছে। হয়তো কখনও জানবেন না সেই গ্রামের কথা, যেখানে মণ্ডলী স্থাপিত হয়েছে; সেই পরিবারের কথা, যারা যীশুর সাক্ষাৎ পেয়েছে; বা সেই শিষ্যের কথা, যিনি আরেক প্রজন্মের কাছে সুসমাচার নিয়ে গেছেন। কিন্তু ঈশ্বর জানেন। **তিনি শোনেন, তিনি মনে রাখেন, এবং তাঁর লোকদের প্রার্থনা ব্যবহার করতে তিনি বিশ্বস্ত।**

আমাদের আশা, এই সাত দিন একটি প্রার্থনা নির্দেশিকার চেয়েও বেশি কিছু হয়েছে। আমরা প্রার্থনা করি, এটি যেন একটি ধারা গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে—মধ্যস্থতার প্রার্থনার এমন এক ছন্দ, যা এই পৃষ্ঠাগুলো বন্ধ করার অনেক পরেও চলতে থাকবে। এই প্রার্থনাগুলো যেন এমন এক উত্তরাধিকারের অংশ হয়, যা ততদিন এগিয়ে চলবে, যতদিন না প্রতিটি বৌদ্ধ

জনগোষ্ঠী যীশুর সুসমাচার শোনার ও তাতে সাড়া দেওয়ার সুযোগ পায়।

বিশ্বজুড়ে অন্যদের সঙ্গে প্রার্থনা করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। এমন মানুষ ও স্থানের জন্য প্রার্থনার দড়ি ধরে রাখার জন্য ধন্যবাদ, যারা হয়তো আপনার দৈনন্দিন জীবন থেকে অনেক দূরে, কিন্তু কখনও ঈশ্বরের হৃদয় থেকে দূরে নয়।

প্রভু যেন প্রতিটি প্রার্থনা, প্রতিটি অনুরোধ ও বিশ্বাসের প্রতিটি কাজকে বহুগুণ করেন—এবং আমরা যেন একদিন বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিরাট ফসল দেখতে পাই।

প্রতিটি জাতির মধ্যে তাঁর নাম পরিচিত হোক। প্রতিটি স্থানে তিনি গৌরবান্বিত হোন। তাঁর রাজ্য আসুক, তাঁর ইচ্ছা সিদ্ধ হোক, যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতেও।

যতদিন না সকলে শোনে।

এই নির্দেশিকা সম্ভব হয়েছে যাদের সহযোগিতায়:

Beyond, International Prayer Connect (IPC), 110 Cities, 24:14 এবং বিশ্বজুড়ে বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর মধ্যে সেবারত আন্দোলনের নেতারা।



বিশ্বজুড়ে বৌদ্ধ সমাজ

বাস্তব মানুষ।
বাস্তব সমাজ।
প্রার্থনা করুন, তারা যেন যীশুতে আশা খুঁজে পায়।

 দেশ	 জনসংখ্যা 2024	 বৌদ্ধ জনসংখ্যা	 শতাংশ
চীন	1,42,50,00,000	23,00,00,000	16.1%
জাপান	12,39,00,000	6,95,00,000	56.1%
থাইল্যান্ড	7,16,00,000	6,12,00,000	85.5%
ভিয়েতনাম	10,03,00,000	4,90,00,000	48.8%
মায়ানমার	5,53,00,000	4,12,00,000	74.5%
শ্রীলঙ্কা	2,22,00,000	1,51,00,000	68.0%
কম্বোডিয়া	1,71,00,000	1,47,00,000	86.0%
দক্ষিণ কোরিয়া	5,16,00,000	1,28,00,000	24.8%
ভারত	1,43,00,00,000	1,02,00,000	0.7%
তাইওয়ান	2,35,00,000	62,00,000	26.4%
যুক্তরাষ্ট্র	33,50,00,000	46,00,000	1.4%
লাওস	77,00,000	41,00,000	53.2%
নেপাল	3,05,00,000	39,00,000	12.8%
মঙ্গোলিয়া	35,00,000	20,00,000	57.1%



বিশ্বের
বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর
জন্য প্রার্থনা করুন

• CV Global-এর Activation Hubs হলো অনলাইন উপকরণ কেন্দ্র: cvglobal.co/en/activation-hubs

• Zúme Training (zume.training) একটি বিনামূল্যের অনলাইন শিষ্যত্ব কোর্স, যা সাধারণ বিশ্বাসীদের শেখায় কীভাবে এমন শিষ্য তৈরি করতে হয় যারা আবার শিষ্য তৈরি করে; এটি পঞ্চাশটিরও বেশি ভাষায় পাওয়া যায়, যার মধ্যে বৌদ্ধ বিশ্বে প্রচলিত অনেক ভাষাও রয়েছে।

Copyright 2027 | ডিজাইন: Shamilla Yeary ও Daniel Dunnam • এই নির্দেশিকা YouVersion বাইবেল অ্যাপে পাওয়া যায়। বাইবেলের উদ্ধৃতি: ইন্ডিয়ান রিভাইজড ভার্সন (IRV) বাংলা, Bridge Connectivity Solutions, CC BY-SA 4.0.